আন-নূর | An-Nur | ٱلنُّور

আয়াতঃ ২৪ : ৩৭

আরবি মূল আয়াত:

رِجَالٌ لَّا تُلهِيهِم تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيعٌ عَن ذِكرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيتَآءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُونَ يَومًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَ الاَبصَارُ ﴿*٣٧﴾

অনুবাদসমূহ:

সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিক্র, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। — আল-বায়ান

ঐ সব লোকের দ্বারা ব্যবসায় ও ক্রয়-বিক্রয় যাদেরকে তাঁর স্মরণ হতে বিচ্যুত করতে পারে না, আর নামায প্রতিষ্ঠা ও যাকাত প্রদান থেকেও না। তাদের ভয় করে (কেবল) সেদিনের যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। — তাইসিরুল

সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে – — মুজিবুর রহমান

[Are] men whom neither commerce nor sale distracts from the remembrance of Allah and performance of prayer and giving of zakah. They fear a Day in which the hearts and eyes will [fearfully] turn about - — Sahih International

৩৭. সেসব লোক(১), যাদেরকে ব্যবসা-বানিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় কোনটিই আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।

(১) এখানে رجال শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য গৃহে সালাত আদায় করা উত্তম। [বাগভী, কুরতুবী] মুসনাদে আহমাদে উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ “নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ”। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/২৯৭]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৩৭) এমন সব (পুরুষ) লোক[1] যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং

নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। [2]

[1] এ থেকে দলিল গ্রহন করে বলা হয়েছে যে, যদিও সাধারন পোশাককে বিনা সুগন্ধি মেখে, পর্দা সহকারে মেয়েরা মসজিদে যেতে পারে; যেমন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর যুগে মেয়েরা মসজিদে নববীতে গিয়ে নামায আদায় করত, তবুও ওদের জন্য নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় করাই অধিক উত্তম। হাদিসেও এ কথাকে স্পষ্ট করা হয়েছে। (আবু দাউদঃ নামায অধ্যায়, আহমাদ ৬/২৯৭, ৩০১)

[2] অর্থাৎ, অত্যন্ত ভয়ে ঘাবড়ে যাওয়ার কারণে। যেমন অন্যত্রে বলা হয়েছে, {وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ} অর্থাৎ, ওদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন দুঃখে-কষ্টে ওদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। ” (সূরা মু’মিন ১৮ আয়াত) প্রাথমিকভাবে সকলের অন্তরের অবস্থা এ রকম হবে; চাহে মু’মিন হোক বা কাফের।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=2828

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন